কোভিড-১৯(COVID-19) এর বিস্তার প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রনে

শিক্ষক অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন :

 ইঞ্জিঃ মোঃ আতিকুর রহমান

কোভিড ১৯ বৈশ্বিক মহামারীর সময় শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা ও ভালো থাকা শুধুমাত্র সরকারের দায়িত্ব নয় । শিক্ষার্থীদের ভালো থাকা,সুরক্ষা বুদ্ধি বিকাশ এবং পারিবারিক বন্ধন পরিপুর্ণতা পায় শিক্ষক অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক এক্যবদ্ধতার মাধ্যমে।বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর কারণে স্কুল বন্ধ থাকাকালে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করছে ইউনিসেফ । ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে শিক্ষার্থীরা যাতে যথাযথ সামাজিক দূরত্বে থাকে সেজন্য টিভি, রেডিও, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সহযোগিতার লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে কাজ করছে ইউনিসেফ। লেখাপড়া হবে অংশগ্রহণমূলক, এতে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের ওপর নজর রাখা এবং শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখতে পারছে তারও মূল্যায়ন করা হবে। ছেলে-মেয়েদের সুরক্ষা নিশ্চিত করে তাদের কীভাবে লেখাপড়া চালিয়ে নিতে সহযোগিতা করা যায়, সেই তথ্য বাবা-মা ও অভিভাবকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে ০৯ জুলাই ২০২১ খ্রি: ফুলকোট নবোদয় কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভোকেশনাল বিভাগের উদ্যেগে সকাল ১০ ঘটিকায় ফুলকোট গ্রামের মাদারতোলায় এক উঠান বৈঠকে অভিভাবক ও শিক্ষার্থদের উদেশ্যে বক্তব্য রাখেন ফুলকোট নবোদয় কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ICT4E বগুড়া জেলা এ্যাস্বাসেডর কারিগরি ইঞ্জিঃ মোঃ আতিকুর রহমান।তিনি আরো বলেন চলমান শিক্ষাপদ্ধতি ও গনটিকা কার্যকরে আমাদের সহায়ক ভুমিকা পালন করতে হবে।ভবিষ্যৎ মহামারী মোকাবেলায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে শিক্ষকের পাশাপশি অভিবাবকদের অংশগ্রহন গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখবে। অনলাইন, রেডিও ও টেলিভিশন ভিত্তিক বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশগ্রহন রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচার, নিজেদের ও শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব হুমায়ুন কবীর,মিলন চন্দ্র,আফলাতুন নেছা,সঞ্জিত কুমার,অফিস সহকারী মাহবুবুর রহমান,প্রাক্তন অভিভাবক সদস্য ফরিদুল সহ অভিভাবক ও শিক্ষার্থী বৃন্দ।